মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ক গণতদন্ত কমিটির রিপোর্ট

সারসংক্ষেপ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শুক্রবার সকাল ১০টায় দেশব্যাপী বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ ২০১৫-১৬ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাবলিক বা সর্বজনের ১৬টি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি ডেন্টাল কলেজ এবং প্রাইভেট বা বাণিজ্যিক ৫৪টি মেডিক্যাল কলেজ ও ১৩টি ডেন্টাল কলেজে ১১ হাজারের কিছু বেশি আসনে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮২ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী। পাবলিক মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। গত কয়েক বছরে প্রাইভেট কলেজগুলোর সংখ্যা যেহেতু বেড়েছে, সেহেতু তাদের আসন সংখ্যা পাবলিক মেডিক্যালের তুলনায় অনেক বেড়েছে, এখন সংখ্যা প্রায় আট হাজার। তবে উল্লেখ্য যে অনেক বেশি বেতন-ফি এবং শিক্ষার নিম্নমানের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের আসন অনেক খালি থাকে।

এ বছর ভর্তি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ শোনা যায়, পরীক্ষার পরপরই এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় ও মেডিক্যাল কলেজে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এবং পুনঃপরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই অভিযোগের সমাধান খুব সহজ ছিল। এটাই প্রত্যাশিত এবং নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক ছিল যে এই ফলাফল স্থগিত হবে, তদন্ত করে সত্যাসত্য প্রকাশ করা হবে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিদের ধরা হবে এবং নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল উল্টো–যারা এই অভিযোগ তুলছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে, তাদের ওপরই পুলিশি সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। কোনো রকম তদন্ত ছাড়া প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 'প্রশ্ন ফাঁস হয় নাই' বলে একগুঁয়ে অবস্থানে সমাজের মধ্যে এই প্রশ্নটিই জোরদার হযে ওঠে যে তবে কি কোনো বড়কর্তা প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত, নাকি তার সুফলভোগী? শুধু তা-ই নয়, পরিস্থিতি আরও রহস্যজনক হয়ে ওঠে, যখন র‍্যাব কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ধৃত ইউজিসির এক কর্মকর্তা র‍্যাবের হেফাজতে কথিত 'হৃদরোগে' মৃত্যুবরণ করেন। সমাজে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস ও হতাশা আরও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে এই কারণে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আরও অনেকবারই উঠেছে। সেসব অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারবারই অস্বীকার করেছে এবং কার্যকর তদন্তের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। দু-একবার তদন্ত কমিটি গঠনের খবর শোনা গেলেও তার কার্যক্রম দেখা যায়নি, কোনো রিপোর্টও প্রকাশিত হয়নি।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রধান প্রধান জেলায় ও মেডিক্যাল কলেজে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এর প্রতিকার এবং পুনঃভর্তি পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরাও এই আন্দোলনে সংহতি জানান। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেন, প্রশ্ন ফাঁসের বিভিন্ন তথ্য হাজির করে তাঁদের দাবি জানানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এক মাসেরও অধিক সময় ধরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে কর্তৃপক্ষ দেখা করা বা কোনো ধরনের যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। উপরন্তু বিভিন্ন সময় এই শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চালানো ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে।

আন্দোলনের একপর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা গত ১৪ অক্টোবর বুধবার সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করে। অনশনের দ্বিতীয় দিন শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা অনশনরত শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা বিবেচনা করে গণতদন্তের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অনশন প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

সরকার যখন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, তখন নাগরিকদের উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ অক্টোবর দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির শিক্ষক লাউঞ্জে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সমন্বয়ে মোট ১৫ সদস্যের কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে।

কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষক আনু মুহাম্মদ। অন্যান্য সদস্য: ডক্টর আহমেদ কামাল, প্রফেসর ডা. ফজলুর রহমান, ডা. শাকিল আক্তার, শিক্ষাবিদ এ এন রাশেদা, প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ডক্টর তানজীমউদ্দিন খান, ডক্টর সামিনা লুৎফা, শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, প্রকৌশলী ফিদা হক, শিল্পী মাহমুদুজ্জামান বাবু এবং লেখক-সম্পাদক রাখাল রাহা।

সকল তথ্য-প্রমাণ, সাক্ষ্য ও পরিস্থিতির নানা দিক বিবেচনায় নিয়ে গণতদন্ত কমিটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে :

যেহেতু, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রায় নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন আলামতও পাওয়া গেছে, এর সঙ্গে শক্তিশালী বাণিজ্যিক জাল ও ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর যোগাযোগের বিষয়েও বিভিন্ন খবর পাওয়া গেছে;

যেহেতু, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার আগে প্রাপ্ত বা ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার হলে দেওয়া প্রশ্নপত্রের প্রায় সর্বাংশে মিল পাওয়া যাচ্ছে;

যেহেতু, সেই পরীক্ষার আগে বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন পাবার প্রস্তাব পেয়েছে;

যেহেতু, যারা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন নিয়েছে তাদের ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে;

যেহেতু, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলন চলাকালে প্রশ্নপত্র ফাঁসেরই অভিযোগে র‍্যাব কর্তৃক অভিযুক্ত ও ধৃত ইউজিসি

কর্মকর্তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বক্তব্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি; এছাড়া যাদের ধরা হয়েছে তাদের কোনো বক্তব্য বা তথ্যও প্রকাশ করা হয়নি;

যেহেতু, একই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলেও অনেক রকম অসংগতি পাওয়া গেছে; যেমন–কেউ কম নম্বর পেয়ে মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে, আবার বেশি নম্বর পাওয়া সত্বেও কাউকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়েছে। একই নম্বর পেয়ে কেউ মেধাতালিকায়, কেউ অপেক্ষমাণ তালিকায়;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে কোনো তদন্ত না করে তড়িঘড়ি ভর্তির উদ্যোগ নিয়েছে;

সেহেতু, এইসব ঘটনাবলি থেকে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও বাণিজ্যিক তৎপরতা হয়েছে। টাকার বিনিময়ে ভর্তি নিশ্চিত করবার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে কিছু কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা ও তাদের এজেন্টরা অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা যায়।

গণতদন্ত কমিটির সুপারিশ:

(ক) তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য–

১.অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এই বছরের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা তার নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি হারিয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী যথাযথভাবে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়েছেন তাঁরাও অকারণে একটি কলঙ্কের দায়ের মধ্যে পতিত হয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা এবং পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য আমরা বাধ্য হচ্ছি এই ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করতে।*

২.কমিটি আরও সুপারিশ করছে যে, সরকার থেকে একটি স্বাধীন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের শাস্তি বিধান করতে হবে।

৩.সরকার উদ্যোগী না হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করে সেই অনুযায়ী সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবার জন্য কমিটি সুপারিশ করছে।

(খ) সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যতের সকল ভর্তি পরীক্ষা দূষণমুক্ত, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ:

১.স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব চিকিৎসক শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি 'মেডিক্যাল শিক্ষা কমিশন' গঠন করে তাদের ওপর অর্পণ করতে হবে। এই কমিশনই পরীক্ষার সামগ্রিক কাজ পরিচালনা করবে এবং তার দায়দায়িত্ব বহন করবে।

২.গণপরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রকাশ ও প্রচার নিয়ন্ত্রণে নতুন বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে। পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন, ১৯৮০-এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধকল্পে নতুন ধারা সংযোজন করার উদ্যোগ নিতে হবে। অপরাধী ধরতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অপরাধের শাস্তি বাড়াতে হবে।

৩.পাবলিক বা সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়।

৪.তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য দাবি করেন তাহলে গোপনীয়তার অজুহাতে তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

৫.কোনো শিক্ষক পূর্ণকালীন শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত আছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.প্রশ্নপত্রসহ ভর্তি পরীক্ষার ধরন এমনভাবে করতে হবে, যাতে কোচিং সেন্টারের ভূমিকা পালনের সুযোগ না থাকে। দুর্নীতি ও বাণিজ্যিকীকরণের থাবা থেকে ভর্তি প্রক্রিয়াকে মুক্ত করতে কোচিং বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭.ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলে ফলাফল স্থগিত করে দ্রুত তদন্ত করে তা প্রকাশ করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৮.সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন একটি 'শিক্ষা অধিকার কমিশন' গঠন করতে হবে। এই কমিশন ভর্তি পরীক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

রিপোর্ট প্রকাশ: ১৭ নভেম্বর ২০১৫

* খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় এ বছরই ভারতে মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত ১৫ জুন ২০১৫ ভারতের শীর্ষস্থানীয় টিভি চ্যানেল এনডিটিভি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়, এই অভিযোগ উত্থাপনের পর সুপ্রিম কোর্ট পুরো পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে চার সপ্তাহের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নেবার নির্দেশ দেন। কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেয়, 'মাত্র ৪৪ জন এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুবিধা নিয়েছে। তার জন্য ৬.৩ লাখ শিক্ষার্থীকে আবার পরীক্ষায় বসানো ঠিক নয়।' সুপ্রিম কোর্ট এর জবাবে বলেন, 'বেআইনি তৎপরতার যদি একটি ঘটনাও পাওয়া যায় তাহলেও তা এই সমগ্র পরীক্ষার পবিত্রতা বিনষ্ট করে।'

http://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-cancels-cbse-medical-entrance-test-orders-fresh-exam-within-4-weeks-771714